232694 - যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা রাখেনি কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে ফেলেছে তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া রমযানের রোযা না-রেখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে থাকে যে দিনগুলোর রোযা সে ভঙ্গ করেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

রমযানের রোযা পালন ইসলামের অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলিমের জন্য ওজর ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি শরয়িত অনুমোদিত কোন ওজরের কারণে (যেমন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানের রোযা বাদ দিয়েছে কিংবা ভঙ্গ করেছে; যে রোযাগুলো সে ভঙ্গেছে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলেমগণের ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।"[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে রমযানের রোযা বর্জন করেছে, সেটা একটিমাত্র রোযার ক্ষেত্রে হলেও (যেমন সে রোযার নিয়তই করেনি কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভঙ্গে ফেলেছে) সে কবিরা গুনাতে (মহাপাপে) লিপ্ত হয়েছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলেমের মতে, সে যে দিনগুলোর রোযা ভঙ্গেছে সে দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কেউ কেউ এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: "গোটা উম্মত ইজমা করেছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করেনি, কিন্তু সে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সে অবহেলা করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখেনি, ইচ্ছা করেই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে: তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।"[আল-ইযতিকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি বলেন:

“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতলিাফ জানি না। কনেনা রোযা তার দায়ত্বি সাব্যস্ত হয়ছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়ত্বি মুক্ত হবে না। বরং যভোবে ছলি সভোবে তার দায়ত্বি থকেে যাবে।”[আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রে (১০/১৪৩) এসছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতক্রিমে (ইজমার ভত্তিতিে) কাফরে। আর যে ব্যক্তি অলসতা কর, কংিবা অবহলো করে রোযা ছড়েে দয়ে সে কাফরে হবে না। কন্তিু, সে ইসলামরে সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটতি) একটি রুকন ছড়েে দওেয়ার মাধ্যমে মহা বপিজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়ছে। নত্বেরর্গরে কাছ থকেে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যরো এর থকেে নবিৃত্ত হয়। বরং কছিু কছিু আলমেরে মত, সওে কাফরে। সে যে রোযাগুলো ভঙ্গ করছে সগেুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহ্র কাছে তওবা করা তার উপর ফরয।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: শরয়িত অনুমোদতি কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসরে রোযা রাখে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতরে বছর। তার কোন ওজর নইে। তার কি করা উচতি? তার উপর কি কাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তনিি বলনে: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহলো ও বাড়াবাড়রি জন্য আল্লাহ্র কাছে তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এ সংক্রান্ত যে হাদসিটি বর্ণতি আছ: “যে ব্যক্তি কোন (শরয়ি) ছাড় ব্যতীত কংিবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসরে কোন একদনিরে রোযা ভাঙ্গে সে সারা বছর রোযা রাখলওে কাযা পালন হবে না।” সে হাদসিটি দুর্বল, মুযতারবি, আলমেদরে নকিট এটি সহহি হাদসি নয়।[নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থকেে সমাপ্ত]

কছিু কছিু আলমেরে মত, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানরে রোযা রাখনেি তার উপর কাযা পালন নইে। বরং সে বশেি বশেি নফল রোযা রাখব। এটি জাহরেি মতাবলম্বীদরে মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা ও শাইখ উছাইমীন এ অভমিতটি পছন্দ করছেনে।

হাফযে ইবনে রজব হাম্বলি বলনে:

জাহরেি মতাবলম্বীদরে অভমিত কংিবা তাদরে অধকিাংশ আলমেরে অভমিত হচ্ছ- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নইে। শাফয়েরি ছাত্র আব্দুর রহমান থকেে, শাফয়েরি ময়েরে ছলেে থকেওে এমন অভমিত বর্ণতি আছ। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষত্রেে এটি আবু বকর আল-হুমাইদরিও উক্তি: ‘কাযা পালন করলে দায়ত্বি মুক্ত হবে না’। আমাদরে মাযহাবরে অনুসারী পূববর্তী একদল আলমেরে অভমিতও এটাই; যমেন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে

বাত্তাহ্।”।[ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থকেে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

বনিা ওজরে নামায কংিবা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না।[আল-ইখতয়িারাত আল-ফকিহয়িযা (পৃষ্ঠা-৪৬০) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলনে:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক নয়। কনেনা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যহেতেু তার থকেে সটো কবুল করা হবে না। কারণ ফকিহী নীতি হচ্ছে, ‘যদি নর্িদষ্টি কোন সময়রে সাথে সংশ্লষ্টি ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নর্িদষ্টি সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থকেে সটো কবুল করা হয় না।’।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থকেে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানরে রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধকিাংশ আলমেরে মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক। আর কছিু কছিু আলমেরে মতে, কাযা পালন করা শরয়িতসদ্ধি নয়। কনেনা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতরে সময় পার হয়ে গছে। তবে, অধকিাংশ আলমে যে অভমিত প্রকাশ করছেনে সটো অগ্রগণ্য। কনেনা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তরি দায়ত্বি সাব্যস্ত হয়ছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়ত্বি মুক্ত হবে না।